যুগান্তর

তারিখ 05 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫

বরগুনায় খোলা আকাশের নিচে একটি স্কুলের পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ যুগান্তর

বরগুনায় সিডরের আঘাত

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা খোলা আকাশের নিচে

বরগুনা প্রতিনিধি

ঘূর্ণিঝড় ধ্বংসরূপে পরিণত হওয়া বরগুনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। আর এবারের বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে খোলা আকাশের নিচে। তবে এর মধ্যে সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে কিছু কিছু বিধ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। তবে আগামী এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার আগে ভবন মেরামত করতে না পারলে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে খুবই সমস্যা হবে। বরগুনা জেলা শিক্ষা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী জেলায় ৩৩৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১২৪টি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২১০টি। মোট ছাত্র সংখ্যা ৯০ হাজার ৬২৪ জন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এছাড়াও কমিউনিটি বিদ্যালয় ৫৬টি, রেজিস্ট্রি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩২৩টি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭৯টি। এর মধ্যে বিধ্বস্ত হয়েছে ১৭৭টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৭৬টি। এতে ২৮ কোটি ৩৯ লাখ ৬৯ হাজার ৫০০ টাকার ক্ষতি হয়েছে। বরগুনা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ নুরুল ইসলাম জানান, ইতিমধ্যে বরগুনা জেলার জন্য প্রাথমিকভাবে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪ কোটি ৪৮ লাখ ৫০ হাজার সংস্কার বাবদ এবং শিক্ষার্থীদের বই কেনার জন্য ১০ লাখ টাকা সরকার থেকে পাওয়া গেছে। বরগুনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মোসলেউদ্দীন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৫ কোটি ৪৪ লাখ ৮৭ হাজার টাকা সংস্কারের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ করা হয়েছে।